সংবাদ

তারিখ ০৪ NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

তালিকাভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়ায় দাবি

প্রতিনিধি, নেত্রকোনা

হাইকোর্টের রায়প্রাপ্ত প্যানেলভুক্ত সহকারী শিক্ষক পদে ৫ হাজার শিক্ষককে সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ না দেয়ায় তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ ব্যাপারে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শূন্য পদে অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগ দানের দাবি জানিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে গত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহা-পরিচালক বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার ঘোষিত সব রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সহকারী শিক্ষক পদে ২০১২ সালে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪২৬১১ জন চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়ে প্যানেলভুক্ত হন। সরকার প্যানেলভুক্ত ৪২৬১১ জন সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধাপে ৩৭৬১১ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করলেও ২০১৩ সালে সব রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকার জাতীয়করণের ঘোষণা দিলে প্যানেল থেকে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা হাইকোর্টে রিট করলে আদালত আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইনগত মতামত এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১৬ সালের ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সব রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (সদ্য জাতীয়করণকৃত) শিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য সহকারী সচিবকে নিয়োগ দানের নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আদালতে রায় না মেনে মেধাক্রম অনুযায়ী সব জেলা শিক্ষা অফিসারকে নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ দেন। যা হাইকোর্টের রায়ের পরিপন্থি। স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এখনও ৫ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ না দেয়ায় তারা চরম হতাশায় ভুগছে। ইতোমধ্যে অনেকের সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়স পার হয়ে গেছে। অন্যদেরও বয়স পার হওয়ার পথে। নিয়োগ বঞ্চিত ৫ হাজার শিক্ষক হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অবিলম্বে তাদেরকে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শূন্য পদে নিয়োগ দানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মহা-পরিচালকের সুদৃষ্টি কামনা করেন।